বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১০)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

শাইখ বাগদাদী এবং হাজ্জী বকর তাদের দলবল সহ সিরিয়া প্রবেশ করেন। "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণার তিন সপ্তা পূর্বে তারা সিরিয়া সফর করেন। সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে উদ্ভাস্তু শিবিরের কাছে বাগদাদী থাকার ব্যবস্থা করা হয়। লোহা দিয়ে তৈরি স্থানান্তর যোগ্য কয়েকটি কামড়া নির্মাণ করা হয়। কামড়াগুলো ভিতর দিয়ে একটি থেকে অপরটিতে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো।উদ্ভাস্তু শিবিরের কাছাকাছি থাকাটা নিরাপদ মনে করলেন।

.

যেই ছোট ছোট গ্রুপগুলোর সমন্বয়ে নুসরা গঠিত হয়েছিলো, সেই গ্রুপগুলোর আমীরদের সাথে বাগদাদী সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। সাক্ষাতের মাঝে বাগদাদী তাদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ফুটিয়ে তুলতেন। লোহার তৈরি কামড়াগুলোর মধ্যে তাদের সাক্ষাৎ হতো।

.

ছোট ছোট গ্রুপগুলোর আমীরদেরকে বাগদাদী তার ও জাওলানীর মাধ্যে যে বিরোধ চলছিলো তা বুঝতে দিতেন না। এবং এমন ভাব ফুটিয়ে তুলতেন যেন জাওলানীর ডাকেই তিনি সিরিয়া এসেছেন। ছোট গ্রুপগুলোর নেতৃবর্গকে একথা বুঝাতেন যে, নুসরা "দাউলাতুল ইরাক & শাম"কে মেনে নিয়েছে। এখন শুধু ঘোণা বাকি।

.

শাইখ বাগদাদী দুই ভাবে নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। নুসরার উচ্চ পদস্থ নেতাদের সাথে একাকী সাক্ষাৎ করতেন। আর নিম্ম পদস্থ নেতাদের সাথে দশ পনের জনের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎ করতেন। কোনো একজন কথা বলতো, এভাবে "এখন আমাদের সাথে বাগদাদী মজলিশে উপস্থিত আছেন। আমরা যা বলছি তিনি শুনছেন। তিনি শামে এসেছেন মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য তৈরির জন্য" । এভাবে এক আমীরের নেতৃত্বের গুরুত্ব বাঝাতে এবং শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকেন।

.

শাইখ জাওলানী বাগদাদীর সিরিয়া আগমনের বিষয়টি জানতেন। তিনি এমন সব আচরণ থেকে বিরত থাকলেন, যার দ্বারা তার মাঝে ও বাগদাদীর মাঝে বিরোধ প্রকাশ পায়। তিনি ফিতনার আশঙ্কায় নিজেকে নীরব রাখলেন। নুসরার উচ্চ পদস্থ নেতাকর্মীদের সাথে বাগদাদীর সাক্ষাতের বিষটি জাওলানী জানতে পারলেন। এবং আগামীতে যা ঘটবে সে ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন।

.

শাইখ বাগদাদী জাওলানীর সাক্ষাৎ চেয়ে পত্র লিখলেন। জাওলানী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নিরাপত্তা জোড়দার করলেন। তিনি জানতেন যে, যেকোনো সময় তাকে হত্যা করা হতে পারে। এবং তিনি এটাও জানতেন যে সাক্ষাৎ করতে গেলে-ই তাকে বন্দী করা হবে।

.

বাগদাদী জাওলানীর নিকট আবার পত্র লিখলেন। তিনি বললেন "দাউলাতুল ইরাক & শাম"এর বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। এবং অতি শিগ্রই তা ঘোষণা করা হবে। বাগদাদী জাওলানীকে নির্দেশ করলেন, তিনি যেন নিজেই ভিডিও বার্তায় বাগদাদীর প্রতি তার আনুগত্য স্বীকার করে।

.

জাওলানী বাগদাদীর কাছে পত্র লিখলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, দাউলাতুল ইরাকের সাথে

নুসরাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত চরম ভুল সিদ্ধান্ত। এর দ্বারা কেবল ফিতনাই বাড়বে। নুসরার প্রচেষ্টায় জিহাদের প্রতি মানুষের মাঝে যে জনপ্রিওতা তৈরি হয়েছে তা চূর্মার হয়ে যাবে। সিরিয়াবাসী এই ঘোষণা কিছুতেই মেনে নিবে না। বরং উত্তম হবে, আপনি ইরাক চলে যান। এবং আমাদের এখানে ছেড়ে দিন।

.

হাজ্জী বকর পরামর্শ দিলেন, যেন বাগদাদী "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষাণা দিয়ে ভিডিও বার্তা প্রচার করেন। এবং জাওলানীর বিষয়ে নীরব থাকেন। হতে পারে ঘোষণার পর জাওলানী ফিরে আসবেন।

.

হাজ্জী বকর কিছু দিন পর ঘোষণা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। যাতে দাউলাতুল ইরাক থেকে কিছু সৈন্য এনে সিরিয়ায় একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করা যায়। ঘোষণার পর যেন এই শক্তির উপর ভিত্তি করে সিরিয়ায় টিকে থাকা যায়।

.

হাজ্জী বকর, নুসরা থেকে যারা আসতে ইচ্ছুক তাদেরকে জড় করতে লাগলেন। হাজ্জী বকর ইরাক থেকে কিছু যোদ্ধা এনে এবং নুসরা থেকে কিছু নিয়ে, মাত্র তিন দিনের মধ্যে প্রায় একহাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। ঘোষণার সময়টি তাদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হলো। যেন ঘোষণার পর তারা উল্লাস প্রকাশ করে। এবং নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে।

.

ঘোষণার দুই দিন পূর্বে হাজ্জী বকর নুসরার অবশিষ্ট সকল নেতাকর্মীকে জানালেন যে বাগদাদী এখন শামে আছেন। যাতে তারা চাপের মুখে থাকে। ঘোষণার সময় নির্ধারণ করা হলো। ঘোষণা-ও করা হলো। আগে থেকে যাদের নির্ধারণ করা ছিলো, তারা উল্লাস প্রকাশ করলো। দলে দলে বাগদাদীকে বাই'আত দিতে লাগলো। ফিরে গিয়ে তারা বাগদাদীর সাথে তাদের কুশলাদির বর্ণনা করতে লাগলো। শুরা পরিষদ গঠন করা হলো।

.

হাজ্জী বকর বাগদাদীকে পরামর্শ দিলেন যে, এখন সময়টা গুরুত্ব পূর্ণ। নুসরার অনুগত নেতাকর্মীদের যেন বাগদাদী সরাসরি সাক্ষাৎ দেন। জাওলানী নিরাপত্তার কারণে সর্বদা আত্মগোপনে থাকতেন। এমন কি নুসরার অনেক নেতাকর্মীও জাওলানীকে কখনও দেখেন নি। এই সুযোগে যদি বাগদাদী তাদেরকে মুখমুখি সাক্ষাৎ দেয় তাহলে হয়তো তারা নুসরা থেকে সরে আসবে। এতে করে নুসরার উপর মানসিক প্রভাব ফেলা যাবে। বাগদাদী তাই করলেন। প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ দিলেন।

.

"দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণার পর নুসরা ভেঙ্গে তিন টুকরো হলো। এক টুকরো বাগদাদীকে বায়াত দিলো। এবং তারা প্রায় নুসরার অর্ধের। আরেক টুকরো নুসরা থেকে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র দল গঠন করলো। এবং তারা প্রায় নুসরার একচতূর্থাংশ। অবশিষ্ট একচতূর্থাংশ জাওলানীর অনুগত হয়ে থাকলো।